গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

মুদ্রণ তারিখ: বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন, বাঙ্গালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা জোরদারকরণে কাজ করে থাকে। গত তিন অর্থবছরে একুশে পদক প্রদান, নজরুল, রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী উদ্যাপনসহ বাঙ্গালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশজ সংস্কৃতিকে বিশ্ব পরিমন্ডলে প্রসারের জন্য সাংস্কৃতিক চুক্তি বিনিময় এর আওতায় ৮৬টি সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করা হয়েছে এবং জাপানে অনুষ্ঠিত 'সেতুসি আর্ট ফেস্টিভ্যাল ২০১৩'-এ বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। সাতটি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি নবায়ন এবং একটি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ৩৯টি জেলা গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত গণগ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে দুই কোটি আট লক্ষ পাঠককে পাঠ ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়নে ২৭০টি গবেষণামূলক বই ও সাময়িকী প্রকাশ করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার জগদ্দল বিহার, কুমিল্লার শালবন বিহার, উয়ারী বটেশ্বর, অগ্রসর বিক্রমপুর এবং দিনাজপুরের ভিতরগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম চলমান। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ এবং লোক সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত রেকর্ডকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

উন্নত সমাজ গঠনে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বিশ্বব্যাপী বাঙ্গালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রসার এবং দেশীয় সংস্কৃতির মান বজায় রেখে বিদেশি সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করাও এ মন্ত্রণালয়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

বিভাগীয় শহরে কালচারাল কমপ্লেক্স এবং জেলায় শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তন নির্মাণ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমীর সংখ্যা বৃদ্ধি। উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমীর উন্মুক্তমঞ্চ স্থাপন এবং গণগ্রন্থাগার সম্প্রসারণ। ভার্চুয়াল জাদুঘর স্থাপন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

- সকল জেলা ও উপজেলায় বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন।
- দেশজ সংস্কৃতিকে বিশ্ব পরিমন্ডলে প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশে ৪৫টি দল প্রেরণ এবং ৫টি বিদেশি দলের অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ১২টি উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সৃজন।
- জনগণের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭০০ বেরসরকারি গ্রন্থাগারকে সহায়তা প্রদান
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ডিজিটালাইজেশন ও এমআইএস সিস্টেম প্রচলন।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশে সহায়তা প্রদান।
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বেগবান করার লক্ষ্যে ২,৪০০ সংস্কৃতি কর্মী এবং ১,০০০ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- দেশ বরেণ্য ৪৫ জন মনীষী ও গুণীজনের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন।

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৭

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৮

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২১